দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ: 28 OCT 2017 পৃষ্ঠা ৪

বিংশ শতকের শিক্ষক বনাম একবিংশ শতকের শিক্ষার্থী

ফারজানা আনোয়ার

আমরা যারা শিক্ষক তারা প্রায়ই শুনতে পাই 'শিখন সংকট'। পুরো পৃথিবীতেই বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব সাহারান এবং আরব দেশসমূহে এই সমস্যা প্রকট। 'শিখন সংকট' বলতে বহু শিশু এখনো স্কুলের বাইরে রয়েছে—এই ধারণাকে যেমন বোঝায়, অন্যদিকে স্কুলে অবস্থানরত অনেক শিশুই মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে অর্থাৎ তারা শিখছে না—তাও বোঝায়। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতি দশজন-স্কুল-শিশুর মধ্যে ছয়জন বাস্তবিক অর্থে কিছুই শিখছে না। এই পরিস্থিতিকে জাতিসংঘ 'শিখন সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিবিসির এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে যে, সাব সাহারান, গরিব এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মনোযোগ থাকে বেশি সংখ্যক শিশুকে স্কুলে পাঠানোর দিকে। তবে অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য যে, ঐ শিশুদের একটি বড় অংশ শিক্ষার ন্যূনতম মানে উঠে আসতে পারছে না। এই চিত্র প্রকাশ পেয়েছে ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিকসের সাম্প্রতিক এক গবেষণায়।

বৈশ্বিক এই সমস্যা আমাদের দেশেও প্রকট। এটি আমার মুখের কথা নয়। নিচের কেস স্টাডিটি আসুন পড়ি—শিক্ষক মিলনায়নে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনারত শিক্ষক-শিক্ষিকা :

শিক্ষক ১ : ছেলেমেয়েগুলো ক্লাসে একেবারেই মনোযোগী নয়। সারাক্ষণ নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কথা বলা নিয়ে ব্যস্ত। এত অবাধ্য।

শিক্ষক ২ : ঠিকই বলেছেন। নিজেরা তো পড়বেই না, আবার শিক্ষকের পড়াও শুনবে না। দুই/ একজন যা একটু মনোযোগী। কিন্তু বেশিরভাগই অমনোযোগী।

শিক্ষক ৩ : আমি ২৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। আজ মনে হচ্ছে, এখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমরাই অসহায়। মারাও যাবে না বকাও যাবে না, অথচ আমরা কি আগে ছাত্রছাত্রীদের শাসন করিনি? তারা কি মানুষ হয়নি? তবে আজ কেন নয়? কোন যুগে যে এসে পড়লাম? যে কয়টা দিন চাকরি আছে, আল্লাহ আল্লাহ করে মান-সম্মান নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

এই কেসস্টাডিটি পর্যালোচনা করলে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমরা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষকসমাজ এই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। কখনো দোষ দিচ্ছি শিক্ষাব্যবস্থার, কখনো অভিভাবকদের, কখনো ছাত্রছাত্রীদের, কখনো বা যুগের আর কখনো বা নিজের ভাগ্যের।

অতি সম্প্রতি একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলাম। আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল, ঢাকা। অত্যন্ত যুগপোযুগী এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষক কিভাবে সফলতার সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রজন্মকে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার স্ফুরনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম নেতৃত্বদানের গুণাবলি এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের বীজ বপন করতে পারলেই এই শিক্ষার্থীরাই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যোগ্যতম নাগরিক।

আর এজন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম। শুধু পরীক্ষায় জিপিএ ৫ বা গোল্ডেন পাওয়াই যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয় তবে সেই শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সময় এসেছে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে নিজেদেরই সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার। শিক্ষক সতকর্তার সঙ্গে হাল ধরে থাকবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। শিক্ষকদের ইতিবাচক আচরণই পারে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক করে গড়ে তুলতে। শিক্ষকদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় শিক্ষক- অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সমন্বয়ের অভাবে। কাজেই অভিভাবকমণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীদেরও বর্তমান এই 'শিখন সংকট' সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের রেজাল্ট সর্বস্ব ভালো ছাত্র না বানাই, ভালো মানুষ বানাই। মেধা বিকশিত হবেই; কিন্তু মানবীয় গুণাবলি চর্চার মাধ্যমেই অভ্যাসে পরিণত হয়।